দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 OCT 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

মিরপুর বাংলা স্কুলের শিক্ষকরা কোচিং নিষেধাজ্ঞা মানছেন না

নোটিস দিয়েই অধ্যক্ষের দায়িত্ব শেষ

■ নিজামুল হক

মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ে পৌনে দুইশ শিক্ষকের মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে এখনও জড়িত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা আমলেই নিচ্ছেন না। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানের প্রধান বদরুদ্দিন হাওলাদার একটি নোটিস জারি করেই দায়িত্ব শেষ করেছেন। অথচ এই নোটিস জারির পর কেউ কোচিং বন্ধ করেছেন কিনা সে বিষয়ে কোন গুরুত্ব নেই তার।

মিরপুরের বাংলা স্কুলের বালক শাখা মিরপুর ১১ নং সেকশনে এবং বালিকা শাখা মিরপুর ৬ নং সেকশনে। প্রতিটিতে রয়েছে প্রভাতী ও দিবা শাখা। প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটিতে। আর শিক্ষক সংখ্যা পৌনে দুইশ।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ শিক্ষকের বাসায়ই শিক্ষার্থীদের ভিড়। শিক্ষার্থীরা স্কুলের পোশাক পরেই শিক্ষকের বাসায় যাচ্ছে। কোচিং শেষে মনে হয় যেন বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছুটি হয়েছে। কিছু কিছু শিক্ষক অতিমাত্রায় কোচিং করান। গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকদের কোচিং করানোর হার বেশি। স্কুলের আশপাশ এলাকায়ই শিক্ষকরা থাকছেন। যারা দূরে কোথাও থাকছেন তারা স্কুলের আশপাশে বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং করাচ্ছেন।

মিরপুর ১১ নং সেকশনের 'এ' ব্লকের ২ নং রোডে এক শিক্ষক ইংরেজি পড়ান। শতাধিক শিক্ষার্থী তিনি নিয়মিত পড়ান বলে

পৃষ্ঠা ২ কলাম

মিরপুর বাংলা স্কুলের

২৪ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে। একই ব্লকে পড়ান বাংলা বিষয়ে এক শিক্ষক। মিরপুর ৬ নং সেকশনের 'সি' ব্লকে এক শিক্ষক পড়ান বাংলা। বাংলার পাশাপাশি তিনি অন্যান্য বিষয়ও পড়ান। সকাল-বিকাল ভিড় থাকে এই শিক্ষকের বাসায়। একই সেকশনের 'বি' ব্লকের এক বাসায় গণিত ও 'সি' ব্লকের এক বাসায় ইংরেজি পড়ান দুই শিক্ষক। এছাড়া ৬ নং সেকশনের প্রতিটি ব্লকেই রয়েছে মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। স্কুল শেষে পুরো সময়টাই ব্যয় করছেন কোচিংয়ে। আর শিক্ষার্থীরা ক্লাস শেষে চলে যাচ্ছে শিক্ষকের বাসায়।

একাধিক অভিভাবক এ বিষয়ে ইত্তেফাককে জানিয়েছেন, স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে তার সন্তানকে কোচিংয়ের জন্য শিক্ষকের বাসায় পাঠান।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা জারির পর কেন এখনও কোচিং করাচ্ছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে স্কুলের বালিকা দিবা শাখার গণিতের শিক্ষক আক্তারুজ্জামান বলেন, আমি কোচিং করাই না। আর এ বিষয়ে আমি টেলিফোনে কোন কথা বলতে রাজি নই। এ বিষয়ে যা বলার সরাসরি বলতে চাই।

কোচিং বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বদরুদ্দিন হাওলাদারের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মিরপুর বাংলা স্কুলের শিক্ষকদের কোচিং বন্ধ হয়নি। শিক্ষকরা যাতে কোচিং বন্ধ করেন এজন্য নোটিস দিয়েছি। কিন্তু কোচিং বাণিজ্য বন্ধ হয়নি। কোন মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষকরা কোচিং বন্ধ করছেন কিনা তা জানা যায় না। তিনি বলেন, যারা কোচিং বন্ধ না করবে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এ কারণে কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছি না। তিনি বলেন, কোচিং বন্ধের বিষয়ে প্রতিষ্ঠান গভর্নিং বডিরও কাজ করতে হবে। এই অধ্যক্ষ জানান, কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় এখনো দেশের স্কুলগুলোতে কোচিং বাণিজ্য চলছে।